বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব—জাভেদ মাসদ মিল্টন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেছেন, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা মানুষকে নি:স্ব করে ফেলেছে। এই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার খোঁজ না নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সরকার বন্যার্তদের পাশে না দাড়িয়ে বিএনপির ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে উপহাস করে যাচ্ছেন। অথচ, হাহাকার করছেন সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যা পীড়িত মানুষ জন।

সারা দেশের বিএনপি নেতা কর্মীদের যার যতটুকু সামর্থ আছে তাই নিয়ে আজ তাদের পাশে দাড়িয়েছেন। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পীড়িত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ত্রাণ সংগ্রহ অনুষ্ঠাণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন বিএনপি নেতা আব্দুল হালিম।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনিপির ইউনিয়ন বিএনপির ইউনিট প্রধানরা প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের হাতে স্থানীয় বিএনপিরনেতা কর্মীদের নিকট থেকে সংগ্রহীত ত্রাণের ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার উপস্থাপনায় এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আব্দুস সাত্তার, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক ইনসু ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান

ও বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান. মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচিব জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক, উপজেলা স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব হারুন উর রশিদ বাচ্ছু, পৌর স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক ইনামুল হক, সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বিপ্লব হোসেন, সদস্য সচিব রিপন হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক জুয়েল আহম্মেদ, সদস্য সচিব শাকিল আহম্মেদ প্রমুখ।

এসময় উপজেলা, পৌর বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনামতে বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা উত্তেলন করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ হাজার, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ মটমুড়া ৩০ হাজার টাকাসহ গাংনী পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়ন থেকে ২০ হাজার টাকা করে ত্রাণ তহবিলে জমা দেন।

প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে জয়বাংলা সাইবার টিমের কার্যক্রম

জয়বাংলা সাইবার টিমের প্রতিটি সদস্যই হবে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সাংবাদিক। দেশের প্রতিটি উন্নয়ন, সমস্যা, সম্ভাবনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, গৌরবগাঁথা ইতিহাস সব কিছুর প্রতিচ্ছবি তুলে আনবে জয়বাংলা সাইবার টিমের সদস্যরা।

তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের মেগা প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের আনাচে কানাচের ছোট ছোট উন্নয়ন চিত্রগুলোও মানুষের নজরে আনবে।এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, মসজিদ মন্দীর, গীর্জার উন্নয়ন, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার নতুন নতুন বিল্ডিং, গেট, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, দলের নেতা কর্মীদের মানবিক কাজের চিত্রগুলো তুলে আনবে তারা।

উন্নয়ন চিত্রের পাশাপাশি দেশের অসহায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথাগুলো তুলে ধরে তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে কাজ করবে এই জয়বাংলা সাইবার টিমের সদস্য।

সরকার বিরোধী সাইবার সন্ত্রাস রুখতে এবং সাইবার অপরাধীদের প্রতিরোধ ও তাদের সনাক্ত করেও আইনের আওতায় আনবে এই টিমটি।

সাইবার টিমের স্বপ্নদ্রষ্টা মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। করোণাকালিন সময়ে বিশ্ব যখন অর্থনৈতিকভাবে থমকে গিয়েছিল। তখনও মানবতার নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিলেন। অতিমারি পরিস্থিতিতেও অধিক সময় মানবিক কাজ করেছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও তার সরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় অবস্থানে ছিল। দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করেছেন তিনি।

তারপরেও দেশ এবং বিদেশে বসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এক শ্রেনীর অপশক্তি অনলাইন ও অফলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আওয়ামীলীগ ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে সঙ্গবদ্ধভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়েছে। সরকারের সব অর্জন ম্লান করতে এসব প্লাটফর্ম ব্যবহার করেছে ওই অপশক্তিরা। তাই এদের রুখে দেওয়া এখন সময়ের দাবী। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে অনলাইনে সুদূঢ় সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী জয়বাংলা সাইবার টিম। সাইবার টিমের সদস্যদের সামাজিক প্লাটফর্ম ব্যবহারের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, আমি ইতোমধ্যে আমার সংসদীয় এলাকার তরুণ সমাজকে নিয়ে জয় বাংলা সাইবার টিম গড়ে তুলেছি। আমার ব্যক্তিগত অ্যাম্বসেডর

সবুজ আহম্মেদের নেতৃত্বে ১০০ জন তরুণ ছেলে এই সাইবার টিমের সদস্য হিসেবে রয়েছে। যারা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নচিত্র মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত তুলে ধরছে। বিষয়টি এখন আর শুধু আমার এলাকায় নয়, এটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নজরে এসেছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির এক সভায় বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে। প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সভাপতি ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

ওই মিটিং থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে দেশের প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় সংসদ সদস্যের তত্বাবধানে সাইবার টিমে সম আদর্শের ১০০ জন তরুণ সদস্য থাকবে।সাইবার টিমের সদস্যরা সকলের সমন্বয়ে ফেইসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসআপ, প্লাটফর্মে গ্রুপ ভিত্তিক কাজ করবে। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও আগামীর ভিশন সম্পর্কে জনসাধারণকে বারংবার অবগতকরণ এবং দেশ বিরোধী অপশক্তির অপপ্রচার রোধ ও মোকাবিলা করতে শক্তিশালী টিম হিসেবে কাজ করবে সাইবার টিম।

এজন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি একটি পত্র দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যদের। সেখানে বলা হয়েছে নির্বাচনী এলাকার ১০০ জন শিক্ষিত, মার্জিত, গ্রহণযোগ্য, রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী আদর্শের এবং কর্মঠ অনলাইন কর্মীর তালিকা, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের ঠিকানা প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি বরাবর পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করেছেন।

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের

মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর ৩য় তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হাদী।

পৌর জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব হামিদুল ইসলামের সার্বিক পরিচালনায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মর্তুজা আলম বুলবুল, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পৌর জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান।

এ সময় নেতৃবৃন্দ বলেন, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আদর্শ অনুযায়ী তারা কাজ করছেন আগামীতেও কাজ করে যাবেন।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খিলাফত আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠু আহম্মেদ,জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য নজরুল ইসলাম, আনছারুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আত্মার মাফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ দাফন !

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার ছাড়া দাফন করা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদের মরদেহ।

আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শেখ সাঈদ আহমেদ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আগামীকাল বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ সাঈদ আহমেদের দাফনের পূর্বে গার্ড অব অনার পাওয়া উচিত ছিলো। গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশের একটি দলও সেখানে এসেছিলো। কিন্তু জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট না পাঠানোয় গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এ বিষয়ে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুরে ১১৮ জন মুক্তিযোদ্ধার ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। তার মধ্যে শেখ সাঈদও আছেন। কিন্তু তিনি এখনো বাতিল হননি। যেহেতু বাতিল করা হয়নি সে হিসেবে তাঁর গার্ড অব অনার প্রাপ্য ছিলো। জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এটা না করলে দায়ভার তাদের নিতে হবে।

সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার আবুল কাশেম বলেন, যাচাই বাছাই তালিকায় শেখ সাঈদ ‘গ’ তালিকায় ছিলেন। যেহেতু বাতিল করা হয়নি, সে হিসেবে তাকে গার্ড অব প্রদান করা উচিত ছিলো।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামে ভাতা স্থগিত তালিকার মধ্যে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা এলাহি বিশু মারা গিয়েছেন। তাকেও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনীর সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মুনতাজ আলী।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ না আসায় পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ অপক্ষোয় থেকে পরে গার্ড অব অনার প্রদান না করে চলে এসেছে।

তবে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পৃথকভাবে একাধিক ফোন করলেও তাঁরা ফোন রিসিভ করেননি।
জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদ (৬৫) অসুস্থ জনিত কারণে বুধবার ভোরে শহরের স্টেডিয়াম পাড়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্জ, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

শেখ সাঈদ আহমেদের স্ত্রী রোমানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদ (৬৫)অসুস্থ জনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (১৩ জুলাই) ভোর ৫ টার দিকে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন তিনি। তার স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্জ, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

শেখ সাঈদ আহমেদের স্ত্রী রোমানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান ও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা মহিলা

দলের উপদেষ্টা।

তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

আজ দুপুরে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে জানাজা শেষে পুরাতন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

এদিকে জেলা বিএনপির এই নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ , সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন , জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন , শেখ সাঈদের শোকার্ত পরিবার ও স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন।

গাংনী পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের উপনির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ

গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উপনির্বচানের রিটানির্ং অফিসার আবু আনছার প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন।
শ্রমিকলীগ নেতা মুতালেব হোসেন (পাঞ্জাবী প্রতীক), সাবেক কাউন্সিলর বদরুল আলম বদু টেবিল ল্যাম্প প্রতীক), সানোয়ার হোসেন (পানির বোতল প্রতীক) ও শফি উল ইসলাম (উটপাখি প্রতীক) পেয়েছেন।
এদিকে প্রতীক বরাদ্দের পরপরই প্রার্থীরা তাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছেন।
উপনির্বাচনের রিটানির্ং অফিসার আবু আনছার জানান গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া সম্পন্ন হয়েছে।
উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ , নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশন।
উল্লেখ্য , গত ২৫ মার্চ গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

মকছেদ আলীর মৃত্যুর পর এই পদটি শুণ্য ঘোষণা করে নির্বাচনী তফশীল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।
আগামী ২৭ জুলাই গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও সদর উপজেলা পরিষদ উপনির্বাচনের রিটানির্ং অফিসার আবু আনছার প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিসান সাবের মাইক প্রতীক, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম উদ্দীন (টিউওয়েল প্রতীক), আওয়ামীলীগ নেতা আবুল হাসেম (চশমা প্রতীক) ও আলফাজ উদ্দীন (তালা প্রতীক) পেয়েছেন।

এদিকে প্রতীক বরাদ্দের পরপরই প্রার্থীরা তাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছেন।
উপনির্বাচনের রিটানির্ং অফিসার আবু আনছার জানান ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া সম্পন্ন হয়েছে।
উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জুন মেহেরপুর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম পদত্যাগ করে নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ণ পরিষদের চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী হওয়ায় এই পদটি শুণ্য ঘোষণা করে নির্বাচনী তফশীল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।
আগামী ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ইাউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের উপর হামলা

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা খাতুনের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হামলাকারী আক্তার হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের আইওল ফকিরের ছেলে ও ৩ নং ওয়ার্ডে ভোমরদহ গ্রামের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) সাবান আলীর ভাইস্তে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আসমা খাতুন বর্তমান গাংনী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ শ্রী প্রভাস কুমার জানান, আজকে চাল বিতরণ ছিল। পবিত্র ঈদের ভিজিএফ’র চাল বিতরণ চলছিল।আক্তার হোসেনও ভিজিএফ’র চাল নিতে এসেছিলেন। চাল নিয়ে ফেরার পথে আসমা খাতুনকে পরিষদের সামনে হামলা শুরু করেন।আসমাকে অনাকাংখিতভাবে হামলা করে রক্তাক্ত করেছে সে। তার আত্মচিৎকারে আমরা ছুটে গেলে সে পালিয়ে যায়। পরে আসমা খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের ভোমরদহ গ্রামের সদস্য ও হামলকারীর চাচা সাবান আলী মেম্বর বলেন, এখন সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছেন। সে আমার ভাইস্তে হলেও আমি জানিনা কি কারণে মেম্বরের উপর হামলা করেছে সে। আমি জানি তার আইডি কার্ড নিয়ে চাল নিতে এসেছে। এর মধ্যে মেম্বরকে হামলা করেছে। আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে জামায়াত ও বিএনপির ১২ নেতা কর্মী কারাগারে

নাশকতার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা জামায়াত বিএনপির ১২ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

বুধবার (৬ জুলাই) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মেহেরপুর চীফ জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আবু বক্কর সিদ্দিকের আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে বিচারক তাদের জামিন নামুঞ্জর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসামিরা হলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহাবুব উল আলম, জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারী রুহুল আমিন, জেলা জামায়াতের তারবিয়াত সেক্রেটারী রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেম্বর জাব্বারুল ইসলাম, মেহেরপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা জামায়াতের অর্থ সম্পাদক মহসিন আলী, জামায়াত কর্মী সাইফুল ইসলাম, রমজান আলী, বিএনপি কর্মী আলেহীম হোসেন, শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ ও মখলেছুর রহমান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গত ১৬ মে সোমবার দিনগত রাত ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের সাবেক মেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হিজুলি গ্রামের ফয়জুল মালিথা (৫৫) ও সাবের আলী(৫০) নামের ২ জন জামায়াত নেতাকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। ওই অভিযানে বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই, মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ জব্দ করেন বলে পুলিশ দাবী করেন।

ওই ঘটনায় সদর থানা পুলিশ বাদী হয়ে জামায়াতের নেতা কর্মীদের নামে সরকার বিরোধী নাশকতার পরিকল্পণা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৮৯/২২ ইং। মামলায় আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে জামিনে ছিলেন।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা আটক

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা ও তার দুই সহযোগীকে হেরোইনসহ আটক করেছে ৬ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ঝাঁঝাঁ ক্যাম্পের সদস্যরা।

আটকরা হলেন, জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে, শহরের নতুন পাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ ও বেড় পাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ইসরাফিল। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে আটকের পর রাত সাড়ে নয়টার দিকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। আটকের সময় বিজিবি সদস্যরা তাদের কাছ থেকে ৬.৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।

ঝাঁঝা বিজিবি ফাঁড়ির নায়েব সুবেদার জামাল হোসেন জানান, বিজিবি’র একটি টহল দল হরিরামপুর এলাকায় টহল থাকাকালীন সময়ে জুয়েল, লালন এবং ইস্রাফিলকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এসময় বিজিব সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। প্রথম দিকে নিজেদেরকে তাঁতী লীগের সাধাণ সম্পাদক পরিচয় দিয়ে বিজিবির উপর চড়াও হয়। পরে বিজিবি তাদের চড়াওকে পাত্তা না দিলে অবস্থা বেগতিক দেখে পালানোর চেষ্টা করে।

বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬.৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।. এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দিয়ে পুলিশে হস্তান্তর করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দেয়া হয়েছে এটি এফআইআরভুক্ত হতে প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২০ সালের ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর শহরের ফুলবাগানপাড়ার একটি বাড়িতে চুরির মামলায় জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার দুই বছর সাজা দেন আদালত। সে মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন জুয়েল রানা।